আবারও তাহেরের কলা চাষে দূর্বৃত্তের হামলা

মেহেরপুর তাহের ক্লিনিকের পিছনের মাঠে কলা চাষি আবু তাহের দুর্বৃত্তদের কারণে হতাশ হয়ে পড়েছেন। মাস যেতে না যেতে আবারও দুই বিঘা জমির বাকি পাঁচশত কলা কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। যার ব্যবসায়িক মূল্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

শুক্রবার দিবাগত রাতে মৃত আব্দার আলীর ছেলে আবু তাহেরের দুই বিঘা জমির বাকি পাঁচশত কলা কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

কলা চাষি আবু তাহের জানান, প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার সকালে কলাবাগান দেখতে মাঠে যাই। গিয়ে দেখি দুই বিঘা জমির বাকি পাঁচশত কলা গাছের কলা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ে আছে জমিতে।

গতমাসেও আমার এই একই জমিতে নয় শত কলা কেটে দিয়েছিলো আজ আবার ও দিয়েছে সব মিলিয়ে আমি এখন পথে বসে গেছি।

এই করোনা মহামারীতে যেটুকু সম্বল ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন, সার ব্যবসায়ীদের কাছে ঋণ করে সার নিয়ে একটু লাভের আশায় কলা চাষ করেছিলাম। কিন্তু এখন কি করে টাকা পরিশোধ করবো। এখন তো বাকি কলাও রইলো না সব মিলিয়ে এখন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি।

এ ব্যাপারে মহেরপুর সদর থানার এস আই মোস্তাফিজ জানান, কলা কাটার বিষয় টি নিয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এটা নিয়ে তদন্ত করা হবে।

মেহেরপুরে আউশ ধান কাটা উৎসব

মেহেরপুর সদর এর কালাচাঁদপুর মাঠে আউশ ধান কর্তন উৎসব পালন করা হয়।

শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর এর কালাচাঁদপুর মাঠে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আউশ ধান কর্তন উৎসব পালন করা হয় ।

এ সময় ভিডিও কনফারেন্সে (জুম)প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষি মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক এবং প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন(এমপি)।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুর মুজিবনগর একটি ঐতিহাসিক স্থান, যেটা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। মেহেরপুরের মাটি এতটাই উর্বর যেখানে সব ধরনের ফসল অনায়াসে উৎপাদন করা সম্ভব।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ কৃষি সম্মৃদ্ধ দেশ । আমার মেহেরপুর জেলা তার মধ্যে অন্যতম। আমরা মেহেরপুর জেলাকে নিয়ে গর্ব করি। আপনারা জানেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকবার মেহেরপুর এসেছেন এবং কৃষি খাত নিয়ে কথা বলেছেন।

আমাদের মেহেরপুর জেলাবাসী সম্পূর্ণ কৃষি খাতের উপর নির্ভরশীল । মেহেরপুর জেলার মাটি খুবই উর্বর। ১০ বছর পর অতিবৃষ্টির কারণে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ফসলের জমি ডুবে গেছে সে ক্ষেত্রে বিএডিসি থেকে কিছু জমি পরিদর্শন করেছে এবং সেখানে কিছু জমি প্রকল্পে আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন।

এখন আবার মেহেরপুরের মাটিতে মালটা, পেয়ারা, ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন জাতের ফসল ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে । এমন কোন ফসল নেই যে আমাদের মেহেরপুরের মাটিতে চাষ হয় না। সেইসাথে কৃষকের ঘরে ঘরে কিন্তু একটি দুইটি করে গরু পালিত হয় । আমরা বলতে পারি আমাদের কৃষি ইনস্টিটিউট নাই কিন্তু আমরা বলতে পারব আমরা কৃষি সমৃদ্ধ এলাকায় বসবাস করি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সচিব নাসিরুজ্জামান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আব্দুল মুঈদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর ও মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি প্রমুখ।

কুমার নদে মাছের পোনা ছাড়লো আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪’ কুমার নদে ৬০ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করেছে। সংগঠনের সদস্যরা শুক্রবার সকালে শহরের পাশ ঘেষে বয়ে চলা কুমার নদে নানাজাতের দেশী মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪ স্কুল সহপাঠিদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা ১৯৯৪ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিল।
মাছের পোনা অবমুক্ত করার সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। আলমডাঙ্গা কমিউনিটি-৯৪’র সভাপতি হাসিবুল হক টুটুল বলেন, আমাদের সংগঠনটি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে আলমডাঙ্গার মানুষের কল্যাণ আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এ উদ্যেশ্যে আমরা নদে মাছের পোনা অবমুক্ত করলাম যাতে নদীতে মাছের পরিমাণ বাড়ে। একেকটি মাছ বড় হলে একটি মাছেই একটি পরিবারের পুষ্টি বা প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে। মানুষ উপকৃত হবে।

দুই মাস পরিচর্যা করেই দেখা পেলো নাইট কুইন’র

ভালোবাসার প্রতীকের আরেক নাম ফুল।সে যে কোন ফুলই হোকনা কেন? প্রিয়তমার গলায় মালা কিংবা খোঁপায় ভালোবেসে ফুল গুঁজে দেয়ার সৌন্দর্য-অনুভূতি অনন্য। সব ধরনের শুভ কাজেও ফুলের ব্যবহার রয়েছে আমাদের দেশে অনেক। তবে মানুষভেদে ফুলের পছন্দের তারতম্য দেখা যায়। কেউ গোলাপ, কেউ হাসনাহেনা, কেউবা গ্রামবাংলার মেঠো পথের ধারে ফোটা অজানা ফুলের ভালোবাসায় মুগ্ধ হন। তবে যে ফুল

কয়েক বছরে একবার ফোটে, সেই ফুল নিয়ে সবার কৌতূহল থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনই একটি ফুলের নাম হলো- নাইট কুইন।

মিষ্টি মনোহরিণী সুবাস, দুধসাদা রং, স্নিগ্ধ ও পবিত্র পাপড়ি আর সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে এই ফুল পরিচিত। রাতের আঁধারে নিজের সৌন্দর্য মেলে ধরে সকাল হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে নাইট কুইন। তাই এই একটি ফুলের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় ফুলপ্রেমীদের। আমাদের দেশে দুর্লভ প্রজাতির ফুল হিসেবেই গণ্য করা হয় নাইট কুইনকে।

এক রাতে এই দুর্লভ এই নাইট কুইন ফুলের দেখা মিলল কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার ছাদবাগন মালিক ডা: আসমান আলীর লাগানো টবে মাত্র দুই মাস আগে একটি টবে এ গাছটি লাগান তিনি। মাত্র দুই মাস পরিচর্যা করেই তিনি এ ফৃুলের দেখা পেয়েছেন।

নাইট কুইন ফুলটির পরিপূর্ণ রূপ দেখতে আগ্রহী ছিলেন আসমান আলীল শুভাকাঙ্খীরা।
রাত থেকে ফুলটি দেখতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে শিক্ষার্থীরা। রাত ১০টায় অপেক্ষার অবসান ঘটে। নিজের রূপের বাহার নিয়ে নাইট কুইন পরিপূর্ণভাবে পাপড়ি মেলে দেয়।

উপস্থিতদের তখন ফুলটি নিয়ে সেলফি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওবাইদা আল মাহাদী জানান, বিরল ক্যাকটাস জাতীয় এ ফুলটির বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ফুলের তুলনায় একটু আলাদা। বছরের মাত্র একদিন এবং মধ্যরাতে পূর্ণ বিকশিত হয়। আর শেষরাতেই জীবনাবসান ঘটে। আমি এই নাইট কুইন ফুলেল এমস গল্প শুনেছি। কিন্তু কখনো দেখার সুযোগ হয়নি।রাতে শোনামাত্রই আমি এই নাইট কুইন দেখতে এসেছি। অনেক ভালো লাগলো ফুলটি দেখে।

আসমান আলী বলেন, আমার ছাদে অন্তত শতাধীক ফুল ও ফলের চারা রয়েছে। তবে এই নাইট কুইনের ভীষন ইচ্ছা থাকলেও সংগ্রহ করতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।
‘নাইট কুইন খুবই দুষ্প্রাপ্য ফুল। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে মাস দুয়েক আগে আমার এক বন্ধু সংগ্রহ করে এই গাছটি দিয়েছিলেন। বহু দিনের সখ ছিল নাইট কুইন ফুল ফোটানো।আল্লাহ সে আশা পূরণ করেছে।গত রাতে আমার ছাদ বাগানে ফুটেছে এ ফুলটি।

তিনি বলেন, আমার এক আত্মিয় বারো বছর ধরেও কোন ‘নাইট কুইন’ ফুল ফোটাতে পারিনি। আমার কপালে ছিলো তাই দুই মাসেই ফুল ফোটাতে

পেরেছি।ফুলের সৌন্দর্য আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। শুধু ফুলই নয়, আমার বাড়ীর ছাদে ফুল ও ফলের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সবজির আবাদ করেও আমি নিজেকে তৃপ্ত মনে করি।

চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে

গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায়

লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর পাওয়াসহ নানা দ্বিধায় হতাশায় ভুগছেন তারা। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর পানির অভাবে পাট পচানোতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেও বিগত কয়েক বছর পাটের ফলন ও দাম ভালো পেয়েছেন কৃষকেরা।

তাই লাভের মুখ দেখতে এ বছর দামুড়হুদা উপজেলায় আবাদের পরিমাণও বেড়েছে। এ ছাড়াও চলতি মৌসুমে আশানুরূপ বৃষ্টি হওয়ায় পাট কাটা ও পাট ডোবানো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার কথা শোনা যায়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে পাট বিক্রি শুরু হবে। তবে এবার দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকেরা রয়েছেন সংশয়ে।

উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে নুর বক্সের ছেলে কাউছার আলী, আবুল হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান, হাজী আব্দুল ওহাবের ছেলে আরিফুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে জামাত আলী জানান, পাটচাষে ব্যাপক খরচ।

এক বিঘা পাটচাষ করতে প্রথমে চারটি চাষ দিতে হয়। এতে খরচ হয় ১ হাজার ২০০ টাকা, পাটের বীজ কিনতে ২০০ টাকা, দুইটা সেচ দিতে এক হাজার টাকা, তিনবার সার দিতে খরচ হয় ১ হাজার ৮০০ টাকা, বিঘাপ্রতি নিড়ানি দিতে ১০ জন দিনমজুর লাগে। তার খরচ ২৫০ টাকা দরে ২ হাজার ৫০০ টাকা, পাট কাটা শ্রমিক লাগে বিঘাপ্রতি চারজন, যার দাম ১ হাজার টাকা, পাটগুলো আঁটি বাঁধতে দুইজন শ্রমিকের ৫০০ টাকা, পাটের আঁটি বহন করতে শ্রমিক লাগে তিনজন, যার মূল্য ৭৫০ টাকা, বহন খরচ এক হাজার টাকা, পাট জাগ দিতে চারজন শ্রমিকের মূল্য এক হাজার টাকা, কাঁচা লেবার ছয়জন, যার মূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পাট শুকাতে চারজন শ্রমিক লাগে, যার মূল্য এক হাজার টাকা এবং পাট শুকানোর পর আড়তে নেয়া খরচ ১০০ টাকা। এক বিঘা পাট চাষে পর্যায়ক্রমে মোট খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে পাট উৎপাদন হয় ৮-৯ মণ।

দর্শনা পুরনো বাজারের বড় আড়ৎদার আব্দুর রহমান বলেন, ‘বর্তমান বাজারে ১৫-১৬ শত টাকা মণ চলছে। তবে যেভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হচ্ছে তাতে করে আমারাও পাট বেচাকেনা নিয়ে চিন্তায় আছি।

বর্তমান মূল্যে অনুযায়ী বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদন ৯ মণ এবং ১ হাজার ৬০০ টাকা হারে দাম ধরা হলে এক বিঘা পাট বিক্রি হয় ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিঘাপ্রতি পাট চাষে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ হচ্ছে ৮৫০ টাকা। যদি পাটের মূল্য বা উৎপাদন কম হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বন বিভাগের ১৩ হাজার চারা ক্ষতির আশংকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেটা ভারী বর্ষণের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টির কারণে বন বিভাগের সীমানায় হাটু পানি বেঁধে গেছে। পানি বাঁধার কারণের প্রায় ১৩ হাজার বনজ, ফলজ ও ঔষধী চারা নষ্ট হতে চলেছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন না করলে উৎপাদিত চারা গুলো মারা যাবে বলে ধারন করা হচ্ছে।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বন বিভাগ থেকে ২০ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ৭ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে ।

পর্যায়ক্রমে আরও ১৩ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। সে দিক মাথায় রেখে চারা উৎপাদনের কাজ করছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ ভারী বন বিভাগের এলাকায় এক হাটু পানি বেধে গেছে। এখন চারা গুলো পানির উপর ভাসছে।

এমন অবস্থায় থাকলে উৎপাদিত চারা মারা যেতে পারে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারলে অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করলে চারাগুলোকে বিতরণ করা যেত।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল পারভেজ জানান, বৃষ্টির জন্য চারা বিতরণ রোপণ কাজ বন্ধ আছে। বন বিভাগের ভেতর পানি বাঁদার কারণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি বেঁধে থাকলে বাকি চারা মারা যাবে। তাই উর্দ্ধোতম কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করছে : রিজভী

সরকার অন্য কোন দেশের চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য নিজ দেশের চামড়া শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। আজ শুক্রবার সকালে কুড়িগ্রামে তার নিজ বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

রিজভী আহমেদ বলেন, যে সরকার দিনের বেলা ভোট করতে ভয় পায়, রাতের বেলা ভোট করে সে সরকার মানুষের কল্যাণে কাজ করবেনা সেটাই স্বাভাবিক। এবার আমরা দেখেছি কোরবানির চামড়া নিয়ে তেলেসমাতি। কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি না হওয়ায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে এই সরকার গরিব অসহায় এতিমদের পিষে মারছে।

সরকার ট্যানারি মালিকদের কোনো রকম সহযোগিতা করনি। ঋণ না দেওয়ায় ট্যানারি মালিকরা চামড়া ক্রয় করেনি। সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়ার শিল্পকে ধ্বংস করছে। এর উদ্দেশ্য হল অন্য কাউকে, অন্য কোন দেশকে চামড়া শিল্প বিকাশ সাধনের জন্য দেশের চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মানুষ চামড়া বিক্রি করতে না পেরে নদীতে,

রাস্তায়, বা মাটির নিচে পুঁতে রাখছে। প্রতি বছর কোরবানির পশুর চামড়া বিক্রি করে গরিব এতিমদের খরচ জোগানো হত। এবার তা হয়নি। গরিব অসহায়দের বঞ্চিত করা হয়েছে । তাদের হক আদায় করা হয়নি। সরকারের গণবিরোধী নীতির কারণেই চামড়া শিল্প ধ্বংস হচ্ছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কুড়ুলগাছির দূর্গাপুরে গর্তে মাটি চাপা পড়ে বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মাঠে গরু নিয়ে গিয়ে গর্তের মাটি চাপা পড়ে আব্দুস ছাত্তার (৬০) নামের এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃত আব্দুস ছাত্তার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের দূর্গাপুর গ্রামের মৃত মানিক মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গতকাল বিকাল ৩ টার দিকে রাইসা বিলের কাছে বালিগর্তে নিজের গরু মাঠে ঘাস খাওয়াতে যায়। এ সময় গরুগুলো মাঠের পাশে একটিবালু গর্তে গেলে ছাত্তার নিজ গরু গর্তে থেকে উঠাতে গেলে মাটি ধসে মাথায় পড়ে।

এ সময় তিনি আর উঠতে না পারলে ঘটনাস্থলে মারা যান। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেলে তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গর্ত থেকে মরদেহ উপরে নিয়ে আসে। এ বিষয়ে কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সদস্য সিদ্দিক আলী সাংবাদিকদের জানান, আব্দুস ছাত্তার গরু নিয়ে মাঠে যায়।

এ সময় গরু একটি গর্তে নামলে ওনি গরু গর্ত থেকে উঠাতে নামে। পরে মাটি ধসে মাটির নিচে পড়ে গেলে মাথাটা আর উঠাতে পারেনি। আসলে নরম মাটির কারণে মাথাটা পুতে যায় ফলে দম বন্ধ হয়ে মারা যান।

কুষ্টিয়ায় ব্রি উদ্ভাবিত আউশ ধানের জাতের উপর মাঠ দিবস

ব্রি উদ্ভাবিত আমন মৌসুমের আধুনিক ধানের জাত ব্রি ধান ৮৫ এর প্রদর্শনীর উপর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের নওদা শামুখিয়া এলাকায় ব্রি-ধান-৮৫’র কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ সুশান্ত কুমার প্রামানিক।

এ সময় তিনি চাষীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমান সরকার কৃষিবান্ধব। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির জন্য সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। নতুন প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত ব্রি ধান-৮৫ চাষে অন্য ধানের তুলনায় দ্বিগুণ ধান উৎপাদন সম্ভব। প্রচলিত জাত ব্রি ধান৪৮ থেকে ব্রি ধান৮৫ এর দানা চিকন ও বাজার মূল্য বেশি থাকায় কৃষকরা লাভবান হবেন।

তিনি আরও বলেন, আউশে দুর্যোগ কম হয়। প্রাকৃতিক বৃষ্টির ফলে সেচ কম লাগে। তাই এই ধান বেশি বেশি করে লাগাতে হবে। নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট। ঠিক নিয়মে চাষাবাদ করতে পারলে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে প্রতিবছরই কৃষক ভালো ফলন পাবেন বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেওয়ান মাহবুব রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে ছিলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কার্যালয়ের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো: আফসানা আনছারী, ব্রি কুষ্টিয়ার এসও মোহাম্মদ রেজোয়ান বিন হাফিজ, তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল, ইউপি সদস্য আব্দুল ওহাব, ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা আসাদুল ইসলাম,

শিহাবুল ইসলাম, আকরাম হোসেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়া (ব্রি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইফতেখার উদ্দিন জিতু।

সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দেওয়ান মাহবুব রহমান বলেন, দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা নানা ফসলের নতুন নতুন উন্নত জাত উদ্ভাবনে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আউশের জন্য কুষ্টিয়া জেলা খুবই ভালো। ১৯ টা ডিভিশনের মধ্যে কুষ্টিয়া ভ্যারাইটি ধানের জন্য এই ৮৫ ধানের জাত বেশ উপকারী।

সার কম লাগে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কৃষকরা যেন অল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করতে পারে এবং খরচ কম হয় সেই চিন্তা করে। তাই কৃষকদের সার খরচ কম লাগে বলে বেশি বেশি করে এই নতুন জাতের ধান চাষ করার আহবান জানান তিনি।

তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান মন্ডল বলেন,তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের তিনভাগের মধ্যে দুই ভাগ পদ্মা নদী গর্ভে চলে গেছে। তাই স্বল্প জমিতে বেশি ধান উৎপাদন করা যায় এর উপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে কৃষক কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।